

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা অপগুণ দূর করার সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করো, যে গুণ কম আছে, তার পোতামেল (চার্ট ) রাখো, গুণের দান করো, তাহলে গুণবান হয়ে যাবে"

প্রশ্ন :-- গুণবান হওয়ার জন্য প্রথম - প্রথম কি শ্রীমত পেয়েছো ?

উত্তর :-- মিষ্টি বাচ্চারা - গুণবান হতে হলে ---১) কারোর দেহকে দেখো না । নিজেকে আত্মা মনে করো । এক বাবার থেকেই শোনো, এক বাবাকেই দেখো । মনুষ্য মতকে দেখো না । ২) দেহ - অভিমানের বশে এমন কোনো কাজ যেন না হয়, যাতে বাবার আর ব্রাহ্মণ কুলের নাম বদনাম হয় । উল্টো আচার আচরণ যাদের, তারা গুণবান হতে পারে না । তাদের কুল কলঙ্কিত বলা হয় ।

ওম শান্তি । (বাপদাদার হাতে জুঁই ফুল ছিলো ) বাবা সাক্ষাৎকার করাতেন, এমন সুগন্ধী ফুল হতে হবে । বাচ্চারা জানে যে, আমরা অবশ্যই ফুল হয়েছিলাম । গোলাপ ফুল, জুঁই ফুলও হয়েছিলাম, অথবা হীরেও হয়েছিলাম। এখন আবার তা তৈরী হচ্ছে । এই হল সত্য, আগে তো ছিলো সব মিথ্যা । সব মিথ্যাই মিথ্যা, সত্যির কণা মাত্রও নেই । এখন তোমরা সত্য তৈরী হচ্ছে, তাই সত্যতার মধ্যে সব গুণও প্রয়োজন । যার মধ্যে যত গুণ আছে, ততই অন্যদের দান দিয়ে তোমরা তাদের নিজের তুল্য বানাতে পারো, তাই বাবা বাচ্চাদের বলতে থাকেন -- বাচ্চারা, নিজের গুণের পোতামেল (চার্ট ) রাখো । আমাদের মধ্যে কোনো অপগুণ নেই তো ? দৈবী গুণের মধ্যে কোনটার ঘাটতি আছে ? রাতে রোজ নিজের পোতামেল লেখো । দুনিয়ার মানুষদের কথাই আলাদা । তোমরা তো এখন মানুষ নয়, তাই না । তোমরা হলে ব্রাহ্মণ । যদিও মানুষ তো সকলেই মানুষ কিন্তু প্রত্যেকেরই গুণে বা চলনে তফাৎ আছে । মায়ার রাজ্যেও কোনো কোনো মানুষ খুবই গুণবান হয়, তবুও তারা বাবাকে জানে না । তারা খুবই ধর্ম প্রবণ, নরম মনের মানুষ হয় । দুনিয়াতে তো মানুষের গুণের বিভিন্নতা আছে । আর যখন দেবতা হয়, তখন দৈবী গুণ তো সকলের মধ্যেই আছে । বাকি পড়ার কারণে পদ কম হয়ে যায় । এক তো পড়তে হবে আর দ্বিতীয় অপগুণ দূর করতে হবে । বাচ্চারা তো একথা জানেই যে, আমরা সম্পূর্ণ দুনিয়া থেকে পৃথক । এখানে এ যেন একই ব্রাহ্মণ কুল বসে আছে । শূদ্র কুলে আছে মনুষ্য মত । ব্রাহ্মণ কুলে আছে ঈশ্বরীয় মত । সবার প্রথমে তোমাদের বাবার পরিচয় দিতে হবে, তোমরা বলো যে অমুকে তর্ক করে । বাবা বুঝিয়েছেন, তোমরা লিখে দাও, আমরা ব্রাহ্মণ বা বি.কে.রা তো ঈশ্বরীয় মতে বুঝেই যাবোঁনার থেকে উঁচু তো কেউই নেই । উঁচুর থেকে উঁচু হলেন ভগবান, তাই আমরা বাচ্চারাও তাঁরই মতে চলি । আমরা মনুষ্য মতে চলি না, ঈশ্বরীয় মতে চলে আমরা দেবতা হই । মনুষ্য মত আমরা সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছি । এরপর তোমাদের সঙ্গে আর কেউ তর্ক করবে না । কেউ বলবে, এ কথা কোথা থেকে শুনেছো, কে শিখিয়েছে ? তোমরা বলবে- আমরা ঈশ্বরীয় মতে চলি । এখানে প্রেরণার কোনো ব্যপার নেই । অসীম জগতের (বেহদের) বাবা ঈশ্বরের কাছেই আমরা সব বুঝেছি । বলো, ভক্তিমার্গে শাস্ত্রের মতে তো আমরা অনেক সময় ধরে চলেছি । এখন আমরা ঈশ্বরীয় মত পেয়েছি । বাচ্চারা, তোমাদের বাবার মহিমাই করতে হবে । সর্বপ্রথম বুদ্ধিতে বসাতে হবে যে, আমরা ঈশ্বরীয় মতে চলছি । মনুষ্য মতে আমরা চলি না, শুনিও না । ঈশ্বর বলেছেন - কোনো খারাপ কথা শুনবে না, কোনো খারাপ জিনিস দেখবে না । আত্মাকে দেখো, শরীরকে দেখো না । এই শরীর তো

পতিত । একে দেখার কি আছে ? এই চোখে এই শরীর দেখো না । এই শরীর তো পতিতই পতিত । এখানকার এই শরীর তো ঠিক হবে না, আরো পুরানো হয়ে যাবে । দিনে দিনে আত্মা শুদ্ধ হতে থাকে । আত্মাই হলো অবিনাশী, তাই বাবা বলেন কোনো খারাপ জিনিস দেখো না । শরীরকেও দেখা ঠিক নয় । দেহ সহিত দেহের যে যে সম্বন্ধ আছে, সে সব ভুলে যেতে হবে । আত্মাকে দেখো, এক পরমাত্মা বাবার থেকেই শোনো, এতেই যত পরিশ্রম । তোমরা অনুভব করো যে, এ অনেক বড় বিষয় । যে ইঁশিয়ার হবে, তার পদও অনেক উঁচু হবে । এক সেকেন্ডেই জীবনমুক্তি পাওয়া যেতে পারে কিন্তু যদি সম্পূর্ণ পুরুষার্থ না করো তাহলে অনেক সাজা ভোগ করতে হবে ।

বাম্বারা, বাবার পরিচয় দেওয়ার জন্য তোমরা অন্ধের লাঠি হও । আত্মাকে দেখা যায় না, জানা যায় । আত্মা কতো ছোটো । এই আকাশ তব্ধে দেখো, মানুষ কতো জায়গা নেয় । মানুষ তো আসতে - যেতেই থাকে । আত্মা কি আসতে - যেতে থাকে ? আত্মার তো কতো ছোটো জায়গা লাগে । এ হলো বিচার করার মতো কথা । আত্মাদের ঝাঁক হয় । শরীরের তুলনায় আত্মা কতো ছোটো, সে কতো অল্প জায়গা নেবে । তোমাদের তো থাকার জন্য অনেক জায়গার প্রয়োজন । এখন বাম্বারা তোমরা বিশাল বুদ্ধির হয়েছো । বাবা নতুন দুনিয়ার জন্য তোমাদের নতুন কথা শোনান, আর তোমাদের তৈরী করেনও যিনি তিনিও নতুন । মানুষ তো সকলের কাছেই দয়া ভিক্ষা করতে থাকে । নিজের মধ্যে শক্তিই নেই যে নিজেকে দয়া করবে । তোমরা শক্তি পাও । তোমরা বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিয়েছ। আর কাউকেই দয়ালু বলা যাবে না । মানুষকে কখনোই দেবতা বলা যাবে না । দয়ালু হলেন একা বাবাই, যিনি মানুষকে দেবতা বানান, তাই বলা হয়, পরমপিতা পরমাত্মার মহিমা অপরমপার, এর কোনো পারাবার নেই । এখন তোমরা জানো যে, তার দয়ার কোনো সীমা নেই । বাবা যে নতুন দুনিয়া বানান, সেখানে সবকিছুই নতুন থাকে । মনুষ্য, পশু, পাখী সবই সতঃপ্রধান হয় । বাবা বুঝিয়েছেন যে, তোমরা উচ্চ হলে তোমাদের ফার্নিচারও তেমনই হবে, এমন কথিত আছে । বাবাকেও বলা হয় উঁচুর থেকেও উঁচু, যাঁর থেকে বিশ্বের বাদশাহী পাওয়া যায় । বাবা পরিষ্কার ভাবে বলে দেন যে, আমি হাতে করে স্বর্গ নিয়ে আসি । ওরা তো হাত থেকে কেশর ইত্যাদি বের করে, এখানে ত পড়ার কথা । এ হলো প্রকৃত পড়া । তোমরা বুঝতে পারো যে, আমরা এখানে পড়ছি । তোমরা পাঠশালাতে এসেছো, তোমরা এমন পাঠশালা অনেক খোলো, তাহলে তোমাদের কার্যকলাপ দেখা যাবে । কেউ আবার উল্টো আচরণ করে নাম বদনাম করে দেয় । দেহ বোধে যারা আচ্ছন্ন তাদের কার্যকলাপ আলাদা হবে । তোমরা দেখবে যে, এমন কার্যকলাপ থাকলে তখন সবার উপরেই কলঙ্ক লেগে যায় । বুঝতে পারে যে এর আচরণে কোনো তফাৎ হয় নি, তাহলে তো বাবার নিন্দা করানো হলো, তাই না । অবশ্য সময় লাগে । সম্পূর্ণ দোষ তার উপর এসে যায় । ব্যবহার খুব সুন্দর হওয়া চাই । তোমাদের স্বভাব পরিবর্তন হতে কতো সময় লাগে । তোমরা বুঝতে পারো যে, কারও কারও ব্যবহার খুবই ভালো, এক নম্বর । এ চোখে দেখাও যাবে । বাবা এক - একজন বাম্বাকে বসে দেখেন যে, এর মধ্যে কি দুর্বলতা আছে যা দূর করা উচিত । এক - একজনকে তিনি পর্যবেক্ষণ করেন । সকলের মধ্যেই তো ঘাটতি আছে । তাই বাবা সবাইকে দেখতে থাকেন । তিনি রেজাল্ট দেখতে থাকেন । বাবার তো বাম্বাদের প্রতি ভালোবাসা আছে, তাই না । তিনি জানেন যে, এর মধ্যে এই কমতি আছে, সেই কারণে এ এতো উচ্চ পদ পেতে পারবে না । যদি দুর্বলতা দূর না হয় তাহলে খুব মুশকিল । দেখেই তা বোঝা যায় । এ তো জানেই যে, এখনো সময় বাকি আছে । এক - একজনকে যাচাই করেন, বাবার নজর এক একটি গুণের উপর পড়বে । তিনি জিপ্তোস করবেন, তোমাদের মধ্যে

কোনো অপগুণ তো নেই ? বাবার সামনে তো সত্যি কথা বলে দেয় । কারও আবার দেহ অভিমান থাকে, তখন তারা বলে না । বাবা তো বলতেই থাকেন -- নিজে থেকে যে করে, সে দেবতা । বললে যে করে, সে মানুষ আর যে বললেও করে না.... । বাবা বলতে থাকেন -- তোমাদের এই জন্মের যে দুর্বলতা আছে তা বাবার সামনে নিজেই বলো । বাবা তো সবাইকেই বলে দেন, দুর্বলতা তো সার্জনকে বলে দেওয়া উচিত । শরীরের রোগ নয়, ভিতরের রোগ বলতে হবে । তোমাদের ভিতরে কি কি আসুরী চিন্তন আছে ? তো এর উপর বাবা তোমাদের বোঝাবেন । যতক্ষণ না অপগুণ দূর হয়, তোমরা এই পরিস্থিতিতে এতো উঁচু পদ পেতে পারবে না, অপগুণ খুবই নিন্দার কারণ । মানুষের ভ্রম উৎপন্ন হয় - ভগবান আমাদের পড়ান ! ভগবান তো নাম - রূপ থেকে পৃথক, তিনি সর্বব্যাপী, তিনি কিভাবে আমাদের পড়াবেন, এর আচার আচরণ কেমন । বাবা তো এ কথা জানেন যে, তোমাদের গুণ কেমন এক নম্বর হওয়া উচিত । অপগুণ যদি লুকিয়ে রাখে তাহলে কারও এতটা তীর বিদ্ধ হবে না, তাই যতটা সম্ভব, নিজের মধ্যে যা অপগুণ আছে, তা দূর করো । তোমরা নোট করো, আমাদের মধ্যে এই - এই কমতি আছে, তখন অন্তরে বিঁধতে থাকবে । কমতি হয়ে গেলে মনে বিঁধতে থাকে । ব্যবসায়ীরা নিজেদের খাতা রোজ চেক করে - আজ কতো লাভ হলো, তারা রোজের খাতা দেখতে থাকে । এই বাবাও বলেন, রোজ নিজের চালচলন দেখো । না হলে নিজের ক্ষতি করে দেবে । বাবার সম্মান হানি করবে ।

গুরুর নিন্দা যারা করায় তারা টিকতে পারে না । দেহ - অভিমানীরা টিকতে পারবে না । দেহী - অভিমানী খুব ভালোভাবে থাকতে পারবে । দেহী - অভিমানী হওয়ার জন্যই সবাই পুরুষার্থ করে । দিনে - দিনে শুধরে যেতেও থাকে । দেহ - অভিমানে থেকে যে কর্তব্য - কর্ম হয়, তা কাটতে হবে । দেহ - ভাবে থাকলে অবশ্যই পাপ হয়ে যায়, তাই দেহী - অভিমানী হতে থাকে । এ তো তোমরা বুঝতেই পারো যে, জন্মেই কেউ রাজা হয় না । দেহী - অভিমানী হতে সময় তো লাগে, তাই না । এও তোমরা বুঝতে পারো, এখন আমাদের ফিরে যেতে হবে । বাবার কাছে বাচ্চারা আসে । কেউ ৬ মাস বাদে আসে, কেউ আবার ৮ মাস বাদেও আসে, তো বাবা দেখেন যে, এতটা সময়ে এদের কতটা উন্নতি হয়েছে ? এতোদিনে কি শুধরে গেছে নাকি এখনো কিছু বাকি আছে ? কেউ কেউ আবার চলতে চলতে পড়া ছেড়েও দেয় । বাবা বলেন, এ কি হলো ? ভগবান তোমাদের পড়ান ভগবান - ভগবতী হওয়ার জন্য, এমন পড়া তোমরা ছেড়ে দাও ! আরে ! এই পৃথিবীর গড ফাদার তোমাদের পড়ান, এতে তোমরা অনুপস্থিত থাকবে ! মায়া কতটা প্রবল । এক নম্বর পড়া থেকে তোমাদের মুখ ঘুরিয়ে দেয় । এমন অনেকেই আছে যারা এই পড়ায় চলতে চলতে পরে পদাঘাত করে দেয় । এ তো তোমরা বুঝতেই পারো, এখন আমাদের মুখ স্বর্গের দিকে আর পা নরকের দিকে । তোমরা হলে সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ । এ হলো পুরানো রাবণের দুনিয়া । আমরা শান্তিধাম হয়ে সুখধামের দিকে যাবো, একথা বাচ্চাদের মনে রাখতে হবে । সময় খুবই কম, কালই দেহত্যাগ হতে পারে । বাবাকে স্মরণে না থাকলে অন্তিম সময়ে... বাবা তো খুবই বোঝান । এ সবই গুপ্ত কথা । এই জ্ঞানও গুপ্ত । তোমরা এও জানো যে, পূর্ব কল্পে যে যতটা পুরুষার্থ করেছিলো, তাই করছে । ড্রামা অনুসারে বাবাও পূর্ব কল্পের মতো বোঝাতে থাকেন, এতে তফাৎ হতে পারে না । তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে থাকো, তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হতে থাকবে । শাস্তি পাওয়া উচিত নয় । বাবার সামনে বসে শাস্তি পেলে, বাবা কি বলবেন ! তোমরা সাক্ষাৎকারও করেছো, ওইসময় ক্ষমা হয় না । ঐর দ্বারা যখন বাবা পড়ান তখন এনারও সাক্ষাৎকার হবে । এনার দ্বারা ওখানেও বোঝাবেন - তোমরা এই - এই করেছো, তখন অনেক কাল্লাকাটি করবে,

চিৎকার করবে, আফশোসও করবে । সাক্ষাৎকার ছাড়া সাজা দেওয়া সম্ভব নয় । তখন বলবেন - তোমাদের এতো পড়াতাম, তবুও এমন এমন কাজ করেছে । তোমরাও বুঝতে পারবে, রাবণের মতে চলে আমরা কতো পাপ করেছি । আমরা পূজ্য থেকে পূজারী হয়ে গেছি । বাবাকে সর্বব্যাপী বলে এসেছি । এ তো এক নম্বর অপমান । এর হিসেব - নিকেশও অনেক । বাবা অভিযোগ করেন যে, তোমরা কিভাবে নিজেদের চড় মেরেছো । ভারতবাসীরাই কতটা নেমে গেছে । বাবা এসে সব বুঝিয়ে বলেন । এখন তোমরা কতো বুঝতে পেরেছো । তাও ড্রামা অনুসারে নম্বর অনুসারেই সবাই বুঝতে পারে । আগেও এই সময় এই ক্লাসের এমনই ফল ছিলো । বাবা তো সঠিকই বলবেন, তাই না । বাচ্চারা, তোমরা উল্লিতি করতে থাকো । মায়া এমনই যে, দেহী - অভিমানী থাকতেই দেয় না । এটাই হলো সবথেকে বড় বিষয় । তোমরা নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের পাপ ভস্ম হয়ে যাবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা বাপদাদার স্নেহ, স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদের নমস্কার জানাচ্ছেন ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১ ) দেহ - অভিমান বা দেহবোধে থাকলে অবশ্যই পাপ হয়ে যায়, দেহ - অভিমানী ব্যক্তি টিকতেই পারে না, তাই দেহী - অভিমানী হওয়ার সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে । কোনো কর্মই যেন বাবাকে নিন্দা করানোর মতো না হয় ।

২ ) ভিতরের রোগ বাবাকে সত্য করে বলতে হবে, অপগুণ লুকাবে না । নিজেকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে যে, আমার মধ্যে কোন্ - কোন্ অপগুণ আছে ? ঈশ্বরীয় পঠন - পাঠনের দ্বারা নিজেকে গুণবান করতে হবে ।

বারদান :-- শক্তিশালী ব্রেকের দ্বারা সেকেণ্ডে নেগেটিভকে পজিটিভে পরিবর্তন করে স্ব পরিবর্তক ভব

যখন নেগেটিভ বা ব্যর্থ সঙ্কল্প চলে, তখন তার গতি খুবই তীব্র হয় । এই তীব্র গতির সময় শক্তিশালী ব্রেক লাগিয়ে পরিবর্তন করার অভ্যাসের প্রয়োজন । এমনিতেই মানুষ যখন পাহাড়ি রাস্তায় চলে তখন প্রথমে ব্রেককে চেক করে । তোমরা তোমাদের উচ্চ স্থিতি বানানোর জন্য সঙ্কল্পকে এক সেকেণ্ডে ব্রেক লাগানোর অভ্যাস বাড়াও । যখন নিজের সঙ্কল্প বা সংস্কার এক সেকেণ্ডে নেগেটিভ থেকে পজিটিভে পরিবর্তন করে নেবে, তখনই স্ব - পরিবর্তনের দ্বারা বিশ্ব পরিবর্তনের কার্য সম্পন্ন হবে ।

স্লোগান :-- নিজের প্রতি এবং সকল আত্মাদের প্রতি শ্রেষ্ঠ পরিবর্তনের শক্তিকে কার্যে প্রয়োগকারীই হলো প্রকৃত কর্মযোগী ।